মেহেরপুরের সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিলে সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে ।

শনিবার দুপুরে সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

পরে সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালেদ ওমর রুমির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুরের সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মালেক, সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোঃ আব্দুল্লাহ।

গাংনীতে হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক জগত আলী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত গাফ্ফার বিশ্বাস(৫০)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার(২১ জানুয়ারী) ভোরে উপজেলার হেমায়েতপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত গাফফার বিশ্বাস গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের মৃত আব্দুল রহমানের ছেলে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাজ্জাক জানান, দীর্ঘদিন ধরে জগত আলী ও গাফফার বিশ্বাস এর মধ্যে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল।গত বছরের ৩০ অক্টোবর ফজরের নামাজ শেষে জগত আলী তার জমিতে কৃষি কাজের জন্য যান। সুযোগ বুঝে গাফ্ফার বিশ্বাস নিড়ানি(কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র) দিয়া আঘাত করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জগত আলীর। পরের স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

সে সময় পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জগত আলীর মৃত্যু হয়। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর হত্যাকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত হয় পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই গাফ্ফার বিশ্বাস পলাতক ছিল।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,জগত আলীর স্ত্রী হালিমা খাতুন পরদিন গাংনী থানায় বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন নামে একটি হত্যা মামলার দায়ের করেন।যার মামলা নং-২,তারিখ-০১-১১-২২।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের সোনালী মুকুল

দামুড়হুদা উপজেলায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল ৷ মুকুলের মৌ- মৌ গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম – গন্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব ৷

উপজেলার সদর সহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। উপজেলার আম গাছে উঁকি দিচ্ছে আমের মুকুল। বাতাসে মুকুলের মৌ মৌ সুবাস বইছে। গাছে গাছে এখন আমের মুকুল শোভা পাচ্ছে। মুকুল গুলো যেনো নষ্ট না হয় সেজন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন।শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি সুরের কুহু

কুহু ডাক আর মৌমাছির গুণ গুণ গানের গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা- প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুর ব্যঞ্জনা। বসন্তের স্নিগ্ধতার মাঝেও শোভা ছড়াচ্ছে স্বর্ণালি মুকুল।উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগান সহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ।

গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনকে। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা।

বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার আম ব্যবসায়ী কাওছার আলী বলেন , গতবছর ১২ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়,তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে লচে ছিলাম। এ বছর লাভের আশায় গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ৬ দাগে ১৭ বিঘাা জমির আম বাগান নিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে ৷ আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি পুষিয়ে লাভবান হতে পারবো।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, আমরা সবসময় আম চাষীদের সকল ধরণের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি ৷ প্রয়োজনে আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। এবছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

আম বয়ানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব

ইজতেমা দ্বিতীয় পর্ব শুরু

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নিচ্ছেন দিল্লির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা।

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর পাকিস্তানের মাওলানা ওসমানের আম বয়ানের মধ্যদিয়ে ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলায় তরজমা করেন মাওলানা জিয়া বিন কাসিম।

ময়দানে অবস্থানরত বিদেশিদের জন্য মূল বয়ানটি আবার তাদের নিজ নিজ ভাষায়ও তাৎক্ষণিক অনুবাদ করা হয়।

আয়োজকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ব ইজতেমার মূল পর্ব শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও গত বুধবার থেকেই দলে দলে তাবলীগের মানুষরা ইজতেমা ময়দানে এসে অবস্থান নিয়েছেন। তারা দলে দলে মাঠের ভেতরে ঢুকে নিজ নিজ জেলার খিত্তায় অবস্থান নিতে শুরু করেছেন। মানুষের উপস্থিতিতে ইজতেমা ময়দান পূর্ণ হয়ে গেছে।

ইজতেমা ময়দানে বিদেশি মেহমানদের জন্য পশ্চিম-উত্তর দিকে আলাদা তাবু নির্ধারিত রয়েছে। সেখানে আধুনিক সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষদের অবস্থানের জন্য দ্বিতীয় পর্বে পুরো ইজতেমা ময়দানকে জেলা ওয়ারী ৮৫টি খিত্তায় ভাগ করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার জুম্মা নামাজের জন্য লাখো লাখো মুসল্লী অংশ নিতে সকাল থেকে জমায়েত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ পরিচালনা করেন মাওলানা সা’দ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। বাস, ট্রাক, ট্রেন বা পায়ে হেঁটে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত তাবলীগ জামাতের অনুসারীরা টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে আসছেন। মানুষের এ স্রোত এখনও অব্যাহত রয়েছে। রোববার আখেরি মোনাজাতের আগ পর্যন্ত মানুষের এ আগমন অব্যাহত থাকবে।

আম বয়ানে শুরু ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব
খাবার ও গোসলের বিরতি দিয়ে রোববার পর্যন্ত চলবে ঈমান-আমলসহ তাবলীগের ছয় উসুলের বয়ান। সেদিন হেদায়তী বয়ান শেষে অনুষ্ঠিত হবে

আখেরি মোনাজাত।

কুষ্টিয়া থেকে ইজতেমায় যোগ দিতে আসা শামস সুমন বলেন, দশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। আবার গতকাল সকালে রওনা হয়ে রাতে ইজতেমার মাঠে যোগ দিয়েছি। তিনি বলেন, মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন থেকে একটি বাসযোগে ৫০ জন এই ইজতেমায় এসেছেন। দ্বীন ও ইসলাম বিষয়ে নানান আলোচনায় মশগুল ছিলাম সারাদিন।

বিশ্ব ইজতেমার আয়োজক কমিটির সুরা সদস্য মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম জানান, ২০১৯ সাল থেকে ভারতের মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমায় যোগ না দিলেও এবার দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমায় যোগ দিতে তার ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা সাঈদ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা ইলিয়াস বিন সাদ কান্ধলভী এবং মেয়ের জামাতা মাওলানা হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠে এসে যোগ দিয়েছেন।

মাওলানা সাদ-এর তিন ছেলেই ইজতেমায় বয়ান করেন।
বিশ্ব ইজতেমার মিডিয়া সমন্বয়কারী মোহাম্মদ সায়েম বলেন, গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ ও বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া একটার দিকে জুম্মার খুৎবা দেওয়া হবে, বলেন তিনি। এদিকে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে ভালভাবে শেষ করতে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্টোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোল্যা নজরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য ইজতেমায় কাজ করছেন। ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগত মুসল্লিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুরো ইজতেমা ময়দানকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।”

প্রসঙ্গত, সংরক্ষিত ইতিহাস অনুসারে মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি (রহ.)-এর হাত ধরে ১৯২৭ সালে উপমহাদেশে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের সূচনা হয়। মাওলানা আবদুল আজিজের মাধ্যমে ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে তাবলিগের কাজ শুরু হয়। তাবলিগ জামাতের কাজ প্রসার লাভ করলে তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের এলাকাভিত্তিক সম্মেলনের সূচনা করেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দুই পাকিস্তান ও ভারতে সম্মিলিত ইজতেমার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের কাকরাইল, ভারতের ভুপাল এবং পাকিস্তানের রাইভেন্ডে ইজতেমার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ইজতেমার আয়তন অন্য দুই দেশের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে ক্রমেই তা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং বিশ্ব ইজতেমায় রূপ নেয়।

বাংলাদেশে ইজতেমা: ১৯৪৬ সালে প্রথমবারের মতো কাকরাইল মসজিদের ভেতরে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তাবলিগ জামাতের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দিন দিন লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রামের কাছে (টঙ্গীর মনসুর জুট মিলের নিকটে) একটি মাঠে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ইজতেমায় বিদেশি কয়েকটি জামাতও অংশ নেয়। এখান থেকেই এর নাম হয় বিশ্ব ইজতেমা। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদের পারে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তুরাগ পারের ১৬০ একর জমি তাবলিগ জামাতের জন্য বরাদ্দ দেয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইজতেমা এক পর্বে অনুষ্ঠিত হতো। তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৬ থেকে একাধিক পর্বে ইজতেমা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইজতেমা যেভাবে বিশ্ব ইজতেমা: কথিত আছে, বাংলাদেশকে বিশ্ব ইজতেমার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। তবে তাবলিগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত। তাদের দাবি, দেশভাগের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতে পৃথক ইজতেমার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন একই সঙ্গে তিন ভূখণ্ডে ইজতেমা শুরু হয়। তবে অধিকসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণ, স্বল্প ব্যয়ভার, ভিসাপ্রাপ্তির সহজতা, সাধারণ মুসলমানের আন্তরিকতা, অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের ইজতেমা সারা বিশ্বের তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমেই বাংলাদেশ ইজতেমা বিশ্ব ইজতেমায় পরিণত হয়।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী

ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী নফরের কর্মী সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধায় দর্শনা কেরুজ গীর্জার পাশে অবস্থিত সাংগঠনিক কার্যালয়ের এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

দর্শনা কেরুজ ডিষ্টিলারী বিভাগের আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদিন নফর।

তিনি বলেন আমি নতুন প্রার্থী হলেও সকলে আমাকে চেনেন বা জানেন। আমি আপনাদের মাঝে এবার প্রার্থী হয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে শ্রমিকদের স্বার্থে যা,যা করার দরকার আমি তাই করবো। শ্রমিক স্বার্থে আমি সবসময় আপনাদের সাথে থাকবো এবং আপনারা আমাকে পাশে পাবেন।

এ মিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনবো এবং এ মিলের শ্রমিকরা বহুদিন ধরে চুক্তি ভিত্তিক হিসাবে কাজ করছে তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের ব্যাবস্থা করবো। আমি ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করবো।

পরিবহন বিভাগের শ্রমিক ইয়াসির আরাফাত মিলনে সঞ্চালনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মিলহাউজের শ্রমিক শান্তি, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ।

মাকে শেষ দেখা করালো বিজিবি-বিএসএফ

মা বাবা বসবাস করে দামুড়হুদা সীমান্তের বিপরীতে ভারতীয় অংশের চাপড়া থানার নদীয়া জেলার মহোখোলা গ্রামে। দুই মেয়ে থাকেন

দামুড়হুদা থানার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে।

অনেক আগেই বাবা- মায়ের সাথে অভিমান করে দুই বোন চলে আসেন বাংলাদেশের দামুড়হুদা উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে। মা ফজিলা বিবি (৭০)জানা যায় শুক্রবার (২০ জানুয়ারী) ভোর ৬ টার দিকে মারা যায়।

বাবা আব্দার আলি দুই মেয়েকে জানায় তোদের মা মারা গিয়েছে। মাকে শেষ বারেরমত দেখার জন্য স্থানীয় বিজিবি ও বি এস এফ কে অনুরোধ জানান তার পিতা। মানবিক বিষয় বিবেচনা করে উভয় দেশের সৈনিকদের মতামতের ভিত্তিতে বিকাল ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ৪টা ১০ মিনিট সময় নির্ধারন করেন।

ঐ সময়ের মধ্যে মেয়ে ডালিমন খাতুন (৫২)ও রাবেয়া খাতুন (৪৬) ভারতীয় অংশে প্রবেশ করে মাকে শেষ বারের মত দেখে চলে আসেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন-৬ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্নেল শাহ মো: ইশতিয়াক পি এস সি ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে। এ ঘটনায বিজিবি- বিএস এফ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দর্শনায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ডিপিএল’র উদ্বোধন

“খেলা ধুলায় মনোনিবেশ করি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি” এই শ্গালোগানকে সামনে রেখে দর্শনা পৌর মাঠে দর্শনা প্রিমিয়ার লীগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মনজু।

শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে দর্শনা খেলাঘরের আয়োজনে ডিপিএলে’র উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় টাইগার ক্লাব একাদশ ও শান্তিনগর একাদশ। ১২ ওভারের এ ম্যাচে টাইগার ক্লাবকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে শান্তিনগর একাদশ। খেলা পরিচালনা করেন, টিটু, সুলভ দাস ও সাজু।

উদ্বোধনী খেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক নেতা

হারুন জুয়েল, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সহসম্পাদক আ. মান্নান খান, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা প্রমুখ।

দর্শনা পৌর আ.লীগের বর্ধিতসভা,পৌর উপ-নির্বাচনে দলীয় মেয়র প্রার্থী হাবু

দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান মারা যান গত মাসের ২৭ তারিখে। মেয়রের মৃত্যুতে দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচন আসন্ন। এ নির্বাচনে আ.লীগ সমর্থিত প্রার্থী করণের দাবী ওঠে আতিয়ার রহমান হাবুকে। শুরুতে ঈশ্বরচন্দ্রপুর থেকে এ দাবী করা হলেও ধীরে ধীরে পৌরবাসির দাবীতে পরিণত হয়েছে।

দর্শনা পৌর আ.লীগের বর্ধিতসভায় সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচনে আ.লীগ সমর্থিত প্রার্থী মেয়র প্রার্থী হিসেবে আতিয়ার রহমান হাবু আলোচনা এসেছেন। এ সময় বক্তারা আতিয়ার রহমান হাবুকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে প্রাথমিকভাবে ঘোষনা করেন।

শুক্রবার বিকালে দর্শনা পৌর আ.লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বর্ধিতসভার সভাপতিত্ব করেন, পৌর আ.লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর আ.লীগের যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, আ.লীগ নেতা হাজি জাহিদুল ইসলাম, হাজি ইদ্রিস আলী, মোজাহারুল ইসলাম, হাজি আ. জলিল, বিল্লাল হোসেন, হুমায়ন কবীর, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন প্রমুখ।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ.

হান্নান ছোট। উল্লেখ্য, গত ২৭ ডিসেম্বর ভারতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দর্শনা পৌরসভার ৪ বারের নির্বাচিত মেয়র মতিয়ার রহমান। সাবেক দর্শনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ততকালীন আ.লীগের বর্ষিয়ান নেতা প্রয়াত শামসুল ইসলামের জ্যোষ্টপুত্র মতিয়ার রহমানের মৃত্যুর কারণে পৌরবাসি সহ দলীয়ভাবে তার মেজো ছেলে দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট সিএ্যান্ডএফ ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায়। সে লক্ষে আ.লীগের বর্ধিতসভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

রায়পুরে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ফিল্ডপাড়া সেভেন স্টার

মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর জাগরণী ক্লাবের উদ্যোগে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে ফিল্ডপাড়া সেভেন স্টার টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে রায়পুর ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ফিল্ডপাড়া সেভেন স্টার ৫-০ গোলে চৌকিদার হেয়ার কাটিং টিমকে পরাজিত করে। খেলা পরিচালনা করে ছিলেন শামীম এবং সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লাল চাঁদ ও রকি।

খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেদী হাসান, বকুল আলী, আলী হোসেন, আজগর আলী এবং রায়পুর জাগরণী ক্লাবের পরামর্শদাতা ফারুক হোসেন।

রায়পুর জাগরণী ক্লাবের উদ্যোগে নাইট ফুটবল টুরামেন্টে রায়পুরের বিভিন্ন ফুটবল প্লেয়ার এবং ফুটবল খেলা ভক্ত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার শতশত মানুষ কনকনে শীতের মধ্যে এই নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট উপভোগ করেন।

[redacted]

[redacted]